দৈনিক বাংলা

তারিখ ...21 JUN 1990...
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম... ২...

18

৮৫

শিক্ষাঙ্গনে পুনর্জাগরণ

একটি সমাজের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানর জন্যে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ছাড়া সম্পদশালী জাতিরও উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, শিক্ষা ছাড়া এই সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা কখনও সম্ভব নয়। আবার এমনও দেখা গেছে কম সম্পদ অথচ অধিকতর শিক্ষার হার কোন কোন সমাজকে উন্নতির পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকার দিকে তাকালে একথার সত্যতা মিলবে। শ্রীলংকায় প্রাপ্ত সম্পদ আমাদের চেয়ে খুব একটা বেশী নয়। কিন্তু সেখানকার প্রায় নব্বই শতাংশ লোক শিক্ষিত বলেই তাদের মাথাপিছু আয় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী এবং জাতি হিসাবে সবচাইতে অনুন্নত অভিধা থেকে তারা মুক্ত।

যদি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান সম্ভব হয় তা হলে শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আমরা যদি আমাদের দেশের সমস্যাগুলির দিকে তাকাই তা হলে দেখব, উন্নয়নের পেছনে সকল বাধার মূলে শিক্ষার অভাবই প্রকট। সে কারণেই আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে এক পুনর্জাগরণের সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ যথার্থই বলেছেন যে, জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত শিক্ষায় নিজেদের সুশিক্ষিত করে শিক্ষাঙ্গনে পুনর্জাগরণের সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণকে শিক্ষা গ্রহণে এবং প্রজ্ঞা ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করে জাতিকে আরও আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত এবং সত্যিকার আশার আবেগে অনুরণিত করা যায়।

এই পুনর্জাগরণের জন্য শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার এক আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে; শিক্ষাঙ্গনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের কাছে, এখানে সকলে মিলে শিক্ষাকে আনন্দময় করে তুলতে হবে। শিক্ষাঙ্গন থেকে দূর করতে হবে ভয়-ভীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। আর এভাবেই শিক্ষাঙ্গনে নবজাগরণের সূচনা হতে পারে।

সরকার প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, একমাত্র কন্যাসন্তানকে স্নাতক পর্যন্ত বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন সরকার। এখন শিক্ষক-অভিভাবক ও সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা ফার্স্ট লেডীর এই আহ্বানকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলতে চাই, আমরা সবাই মিলে যদি উদ্যোগ নেই, তা হলে জাতিকে চরম এক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়ের দিকে নিঃসন্দেহে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। সেই উদ্যোগই এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।